দৈনিক ইনকিলাব 57

তারিখ 25 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 2

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরে দুর্নীতির অভিযোগ

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং দপ্তরের মালামাল ক্রয়ে একক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করা হচ্ছে। এভাবেই পরিদপ্তরের বহু টাকার মালামাল বেহাত করা হয়েছে।

পরিদপ্তরের একটি বিশ্বস্ত সূত্র মতে, ৫শ' টাকা এবং তদূর্ধ যে কোন অংকের খরচের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে এজিবি'র প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরিদপ্তরের মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এজি অফিসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে বহু মিথ্যা বিলসহ ৪শ' ৯৯ টাকা (প্রায় আড়াই হাজার) খরচের বিল দেখিয়ে আনুমানিক ১২ লাখ টাকা উঠানো হয়েছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্র মতে, পরিদপ্তরের মোট গাড়ীর সংখ্যা ৬টি। সবকটি গাড়ী ২৪ ঘন্টা একটানা চালালেও, গাড়ীর পেট্রোল এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মোট খরচের পরিমাণ ৪/৫ লাখ টাকার উপর হতে পারে না বলে শিক্ষা ভবনের একজন কর্মকর্তা মত প্রকাশ করেছেন। অথচ ১৯৮৫-৮৬ সালে মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে উল্লেখিত খরচ বাবদ ১৪ লাখ টাকা উঠানো হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

হিসেবে অনুযায়ী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক সালে ১শ'টি স্টীল ফাইল কেবিনেট (সিংগেল) ক্রয় করা হয়েছে। একটি প্রথম শ্রেণীর স্টীল ফাইল কেরিনেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২ হাজার টাকা হলেও দপ্তরের ফাইল কেবিনেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটির মূল্য ৩৮শ' টাকা দেখানো হয়েছে। এজি থেকে ১শ'টি ফাইল কেবিনেট ক্রয়ের বিল উঠানো হলেও ঠিকাদারদের নিকট থেকে মাত্র ৬০টি ফাইল কেবিনেট গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অফিস থেকে সরিয়ে নেয়া পুরাতন ফাইল কেবিনেটগুলোকেও মেরামত করে নতুন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে।

শিক্ষা পরিদপ্তরের যাবতীয় মালামাল টেণ্ডারের মাধ্যমে ক্রয়ের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কতিপয় নির্ধারিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে বহু স্টেশনারী ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ক্রয় করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে।

নিয়মানুযায়ী সরকারী অফিসের অকেজো মালামাল নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করার কথা। কিন্তু প্রতিবছর শিক্ষা পরিদপ্তরের জন্যে বহু নতুন আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে পুরাতনগুলোকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। অথচ গত ১ যুগের মধ্যেও পুরাতন মালামাল নিলামে দেয়া হয়নি অথবা সংরক্ষণ করেও রাখা হয়নি।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষাভবন পরিদর্শনে এসে ১ মাসের মধ্যে দপ্তরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিলে শিক্ষা পরিদপ্তরের বহু মালামাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয় কিন্তু এগুলোর কোন তালিকা রাখা হয়নি। এদিকে সরানো মালামালের মধ্যে কিছু কিছু আসবাবপত্র রূপ বদল হয়ে দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বাড়ীতে শোভা বর্ধন করছে বলে জানা যায়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকশ' ডাইরেক্টরেটের মধ্যে শিক্ষা ডাইরেক্টরেট ছাড়া অন্য কোন ডাইরেক্টরেটে নৈশকালীন বিনোদনের কোন সুযোগ না থাকলেও অত্র ডাইরেক্টরেটের জন্যে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি রঙীন টিভি কেনার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না বলে কর্মচারীরাই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখিত ঘটনাসমূহ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শিক্ষা পরিদপ্তরের যাবতীয় অনিয়ম দূর করে দপ্তরের লাখ লাখ টাকা শিক্ষা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন।